রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১০, ১৯৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

অঃ প্রঃ শাখা-১।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ই নভেম্বর ১৯৯৬ ইং/২৬শে কার্তিক ১৪০৩ বাং

এস, আর, ও, নং ২০৭-আইন/৯৬/সম (অঃ প্রঃ/বিপিএটিসি২৪/৯২(অংশ)—Bangladesh Public Administration Training Centre Ordinance, 1984 (Ord. No. XXVI of 1984) এর Section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (রেক্টর, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও পরিচালক) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত বিধিমালার তফসিলের ক্রমিক নং ৩ এর বিপরীতে—

(১) কলাম ৪ এর (ক) দফার "উপ-পরিচালকগণের" শব্দটির পরিবর্তে "উপ-পরিচালক ও গ্রন্থাগারিকগণের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২) কলাম ৫ এর (ক) দফার "উপ-পরিচালক" শব্দটির পরিবর্তে "উপ-পরিচালক ও গ্রন্থাগারিক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সফিউর রহমান

সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

(১৩৮০১)

মূল্যঃ টাকা ১.০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
অঃপ্রঃ শাখা-১

এস,আর,ও, ২৪২-আইন ৯২ সম (অঃপ্রঃ-১)/বিপিএটিসি-২৮/৯০ তারিখঃ ১৪-১১-৯২ ইং / ৩০-০৭-১৩৯৯বাং

## প্রজ্ঞাপন

Bangladesh Public Administration Training Centre Ordinance 1984 ( ord. NO. XXVI of 1984 এর Section 19-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা :- এই বিধিমালা বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ( রেক্টর, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও পরিচালক ) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে ।

২। সংজ্ঞা :- বিষয় কিংবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় -

(ক) "ডিগ্রী/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট" বলিতে এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ডিগ্রী/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট বুঝাইবে ।

(খ) "তফসিল" বলিতে এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল বুঝাইবে ,

(গ) 'নির্দিষ্টকৃত পদ' বলিতে তফসিলে উল্লিখিত কোন পদকে বুঝাইবে ,

(ঘ) 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ' বলিতে সরকারকে বুঝাইবে এবং কোন নির্দিষ্টকৃত পদ অথবা এইরূপ পদ শ্রেণীর সহিত সম্পর্কিত নিয়োগের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ,

(ঙ) "শিক্ষানবিশ" বলিতে নির্দিষ্টকৃতপদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

৩। নিয়োগ পদ্ধতি :- (১) তফসিলে বর্ণিত বিধান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশাবলী সাপেক্ষে, কোন নির্দিষ্টকৃত পদে নিম্নরূপ পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হইবে, যথা :-

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ,

(খ) চুক্তিভিত্তিতে ,

(গ) পদোন্নতির মাধ্যমে, অথবা

(ঘ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে ।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্টকৃত পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তাহার না থাকে এবং, সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হয় ।

চলমান/পাতা-২

৪। সরাসরি নিয়োগ ঃ- (১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত 'নির্বাচন কমিটির' সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন নির্দিষ্টকৃত পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না ।

(২) কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্টকৃত পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না, যদি তিনি -

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা অথবা ডমিসাইল না হন, অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন ।

(৩) কোন নির্দিষ্টকৃত পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যদি --

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যায়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা উক্ত পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে , এবং

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে এবং তদন্তে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন ।

৫। প্রেষণে বদলী ঃ- তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন নির্দিষ্টকৃত পদে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইতে পারে ।

৬। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ঃ- তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন নির্দিষ্টকৃত পদে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা যাইতে পারে ।

৭। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ ঃ- (১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন নির্দিষ্টকৃত পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে না ।

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোন নির্দিষ্টকৃত পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না ।

৮। শিক্ষানবিস ঃ- (১) কোন স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে --

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, দুই বৎসরের জন্য, এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এক বৎসরের জন্য, শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগ করা হইবে । তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসী মেয়াদ এক বা একাধিকবারে এইরূপে সম্প্রসারণ করিতে পারে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয় ।

চলমান/পাতা-৩.

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভবনা নাই, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ -

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিসি মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ঃ-

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল তাহা হইলে, উপ-বিধি(৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবে, এবং

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ ঃ

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে, এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোন শিক্ষানবিসকে কোন নির্দিষ্টকৃত পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে স্থায়ী হওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষা, যদি থাকে, পাশ করেন এবং প্রশিক্ষণ, যদি থাকে, গ্রহণ করেন।